লাইবনিজ জড় স্বীকার না করে সবকিছুকে চেতন বলে অবাস্তব কথা বলেছেন। তিনি গতি ও ক্রিয়াকে স্বীকার করলেও দেশ ও কালকে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং, দ্রব্য সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদীদের মতবাদ সন্তোষজনক নয়।

প্রশ্ন 2 দ্রব্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাবাদীদের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

দ্রব্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদীদের মতবাদ

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক, বার্কলে, হিউম অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের দ্রব্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

লকের মতবাদ

লক দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—'দ্রব্য হল গুণের আধার।' লকের মতে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে বিভিন্ন গুণের ধারণা প্রত্যক্ষ করি। যেমন—একটি কমলালেবুর রূপ, আকার, গন্ধ ইত্যাদি গুণ প্রত্যক্ষ করি। কল্পনায় যদি এই গুণগুলিকে আলাদা করি তবে গুণের অতিরিক্ত কোনো দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি না। তাই গুণের আধার হিসেবে দ্রব্য স্বীকার করতে হয়। সে কারণেই লক বলেছেন—দ্রব্য হল গুণের আধার। দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ হল আধার-আধেয় সম্বন্ধ। দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, গুণের আধার হিসেবে দ্রব্যকে অনুমান করা হয়। গুণহীন দ্রব্যের স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

লক জড়দ্রব্য, মন ও ঈশ্বর—এই তিনপ্রকার দ্রব্য স্বীকার করেছেন। আকার, আয়তন, বিস্তৃতি প্রভৃতি মুখ্য গুণের আধার হিসেবে জড়দ্রব্য এবং ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতি মুখ্য গুণের আধার হিসেবে মন এবং সর্বজ্ঞতা, অসীমতা, নিত্যতা গুণের আধার হিসেবে ঈশ্বর স্বীকার করেছেন।

বার্কলের মতবাদ

ভাববাদী বার্কলে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—'দ্রব্য হল ধারণার প্রত্যক্ষ কর্তা।' বার্কলে জড়দ্রব্য স্বীকার করেন না। তিনি প্রত্যক্ষ কর্তা হিসেবে জীবাত্মা বা মন এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বর স্বীকার করেন।

জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডনে বার্কলের বেশ কিছু যুক্তি রয়েছে। বার্কলের মতে অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর। তাই যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তার অস্তিত্ব নেই, যেমন অশ্বডিম্ব। জড়দ্রব্যকে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

বার্কলে মন বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বার্কলের মতে জড়দ্রব্য নেই। প্রত্যক্ষের বিষয় হল ধারণা। তাই ধারণার প্রত্যক্ষ কর্তা হিসেবে, মন স্বীকার করতে হবে। সাক্ষাৎ আত্মচেতনার মাধ্যমে মন বা আত্মাকে জানা যায়।

বার্কলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বার্কলের মতে জড়দ্রব্য নেই। তাই ইন্দ্রিয় সংবেদনজাত ধারণার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, জীবাত্মার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বার্কলে ঈশ্বর স্বীকার করেন।

হিউমের মতবাদ

হিউম অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—'দ্রব্য হল গুণের সমষ্টি।' এর অর্থ গুণের সমষ্টির অতিরিক্ত গুণের আধাররূপে নিত্যদ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

হিউম জড়দ্রব্যকে স্বীকার করেন না। হিউমের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। গুণের অতিরিক্ত জড়দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। গুণগুলিকে অনুষঙ্গ নিয়মের সাহায্যে একত্রিত করে নামকরণ করি, চেয়ার, টেবিল বলি।

হিউম মন স্বীকার করেন না। হিউম বলেন সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক অবস্থার অতিরিক্ত স্থায়ী দ্রব্যরূপে মন বা আত্মার কোনো প্রত্যক্ষ হয় না। মানসিক অবস্থার স্বরূপই হল আত্মা বা মন।

হিউম ঈশ্বর স্বীকার করেন না। হিউমের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। সুতরাং, ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই হিউম কোনো দ্রব্য স্বীকার করেন না।

মূল্যায়ন: সুতরাং লক, বার্কলে, হিউম দ্রব্যকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা পরিণতি লাভ করেছে হিউমের সংশয়বাদে।